FEB. 5 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা

শিক্ষা বাজেটের একটা বড় অংশ ব্যয় হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষায়, এতে জাতি কতটুকু উপকৃত হচ্ছে খতিয়ে দেখা দরকার

স্টাফ রিপোর্টার ॥ নতুন প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতির ওপর এক গোলটেবিল বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর জাহেদা আহমদ বলেন, দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার মান সবচেয়ে খারাপ। ফতোয়াবাজরা মাদ্রাসার প্রোডাক্ট। শিক্ষা বাজেটের একটা বড় অংশ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় খরচ করা হয়। এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে জাতি কতটুকু উপকৃত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা দরকার। মাদ্রাসা শিক্ষায় ফতোয়াবাজির ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের যতটুকু মনোযোগী হতে দেখা যায়, চরিত্র গঠনে তারা ততটুকু মনোযোগী নয়।

গোলটেবিল বৈঠকের অপর আলোচক নটর ডেম কলেজের শিক্ষিকা অধ্যাপিকা কেএম রাশেদা বলেন, দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানো হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা দিনের পর দিন জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও নতুন প্রণীত শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সংবিধানে অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা লঙ্ঘিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে পরিষদ মিলনায়তনে রবিবার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর উপর গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিইউপির চেয়ারম্যান ডক্টর কাজী খলীকুজ্জামানের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা কাজী ফজলুর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর আনোয়ার হাসান, সৈয়দ আবদুল হাই, ডক্টর ইউসুফ জাই, ডক্টর আয়েশা ও আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এনামুল হক মোস্তফা শহীদ।

আলোচকগণ বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। শিক্ষা প্রশাসন অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কম হওয়ায় মেধাবী লোকজন শিক্ষকতা পেশায় আসতে চান না। এ কারণে শিক্ষার মানোন্নয়ন হচ্ছে না।

তাঁরা বলেন, উচ্চ শিক্ষা খাতে যে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় তার ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ যায় বেতন-ভাতা খাতে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পাঠ্যবই আকর্ষণীয় করতে হবে। শুধু শিক্ষকদের ওপর নির্ভর না করে শিক্ষার্থীরা কিভাবে অতিরিক্ত জ্ঞান আহরণ করতে পারে শিক্ষানীতিতে সে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রতিযোগিতা রোধ করার পাশাপাশি প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ভাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়। শিক্ষকরা যাতে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের চেয়ে কোচিংয়ের দিকে বেশি ঝুঁকতে না পারেন সে ব্যাপারে

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা বাজেটের

(১২-এর পাতার পর)

কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক স্কুলগুলোতে এখন অনার্স এবং এমএ পাস করা শিক্ষক ঢুকছে। মেধাবী লোকজন প্রাথমিক শিক্ষক হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। বিশ্বব্যাংক ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুদান দিতে রাজি হয়েছে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাংকের সাথে সরকারের বৈঠক হবে। বিশ্বব্যাংক অনুদান দিতে রাজি হলে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। তিনি বলেন, দেশ স্বাধীনের পর এই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হলো। এই নীতি বাস্তবায়নও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ এর পিছনে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও কাঠামোগত বিষয় জড়িত বিধায় এটা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করতে হবে। রাতারাতি শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বর্তমান সরকারের নীতি হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ না করা। বর্তমান সরকার ১৮টি মহিলা কলেজ সরকারী করেছে। এটা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল।

তিনি বলেন, স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান যাচাই করার কোন ব্যবস্থা বর্তমানে নেই। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সরকারী প্রাইমারী স্কুল থেকে ছাত্ররা যাতে ভাল স্কুলে যেতে পারে এজন্য প্রত্যেকটি নামকরা স্কুলে তাদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত করা হয়েছে। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে মত দেন। নতুন প্রণীত শিক্ষানীতি কিভাবে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা যায় সে জন্য একটি সেল গঠন করা হবে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের বিষয়গুলো সেল দেখবে।